মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

সরকারি ছুটির দিনেও গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখার অভিযোগ

সারা বাংলাদেশে সরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে- এমন অভিযোগ উঠেছে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলামের বিরুদ্ধে।

‎স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, ৩১ ডিসেম্বর বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক দিবস উপলক্ষে সরকারি ভাবে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ সেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়মিত কার্যক্রম চালু রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

‎স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষমতাবলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখা হয়েছে- তা বোধগম্য নয়। তারা এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

‎এদিকে বিষয়টি জানার পর গাংনী উপজেলা যুবদলের নেতা শাহিবুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিস কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত।

‎এমন দিনে আপনারা কীভাবে অফিস খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন-এর ব্যাখ্যা চাই।

‎এ সময় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার জানান,

অফিসের কিছু কাজ পেন্ডিং থাকায় তারা অফিস খুলেছিলেন। তবে নিষেধ করার পর তারা তাৎক্ষণিকভাবে অফিস বন্ধ করে চলে যান।

‎পরবর্তীতে এ বিষয়ে পুনরায় জানতে চাইলে অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার অফিস খোলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, কিছু পেন্ডিং কাজের কারণে অফিস খোলা হয়েছিল। পরে লোকজন নিষেধ করলে আমরা অফিস বন্ধ করে চলে যাই।

‎তবে অভিযোগের বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম অফিস খোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

‎

ঝিনাইদহে ভুয়া দলিলে জমি বিক্রির অভিযোগে ৯০ বছরের বৃদ্ধের ভোগান্তি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড় কামারকুণ্ডু গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী বয়োবৃদ্ধ মন্তাজ বিশ্বাস। অভিযোগ উঠেছে, তার ভাই জীবদ্দশায় যে জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমি নিয়ে এখন তার মৃত্যুর পর মামলার আসামি করা হয়েছে নিরীহ এই বৃদ্ধকে।

ভুক্তভোগী মন্তাজ বিশ্বাস ও তার ভাই শফিউদ্দিন বিশ্বাস বড় কামারকুন্ডু গ্রামের বাসিন্দা। পৈতৃক সূত্রে তারা মোট ৪২ শতক জমির মালিক ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬১ সালে টাকার অভাবে ৪২ শতকের মধ্যে ১৮ শতক জমি বিক্রি করেন মন্তাজ বিশ্বাস, শফিউদ্দিন বিশ্বাস ও তাদের মা ফোজদার নেছা। পরে বাকি ২৪ শতক জমি দুই ভাই সমানভাবে ১২ শতক করে ভাগ করে নেন এবং দীর্ঘদিন আগেই নিজ নিজ জমি ভোগদখলে নেন।

সমস্যার সূত্রপাত হয় কয়েক বছর আগে। অভিযোগ রয়েছে, শফিউদ্দিন বিশ্বাস তার ভাগের ১২ শতক জমির মধ্যে ৭ শতক জমি বিক্রি করেন। পরে

সেই জমি একাধিকবার হাত বদল হয়। একই জমি আবারো কিনে বিক্রি করেন শফিউদ্দিন। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার ওই জমি কিনেছেন স্থানীয় বাসিন্দা লুৎফর রহমান।

এরপর শফিউদ্দিন বিশ্বাস মারা গেলে হঠাৎ করেই জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। অভিযোগ উঠেছে, ক্রেতা লুৎফর রহমান এখন ওই জমির মালিকানা দাবি করে ৯০ বছর বয়সী মন্তাজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় বলা হয়েছে, বড় কামারকুন্ডু গ্রামের ১৬৫ নম্বর মৌজার ওই জমি থেকে মন্তাজ বিশ্বাসকে সরে যেতে হবে।

এ বিষয়ে মন্তাজ বিশ্বাস বলেন,“আমি তো আমার ভাগের জমিতেই আছি। আমার ভাই যে জমি বিক্রি করেছে, তার দায় আমার ওপর কেন পড়বে? এই বয়সে আদালতে ঘুরে ঘুরে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।”

মন্তাজ বিশ্বাসের ছেলে রবিউল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, লুৎফর ভুয়া দলিল তৈরি করে জমি দখলের চেষ্টা করছে। যে জমি আমার চাচা বিক্রি করেছে, সেই জমি নিয়ে এখন আমার বাবাকে হয়রানি করা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষকে এভাবে মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা অমানবিক। তারা দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানান।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, যেহেতু আদালতে মামলা চলছে তাই আমার কিছু করনীয় নেই। তবে এ ব্যাপারে যদি আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

স্ত্রীর অধিকার চেয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী নারী শেফালী খাতুন। বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। শেফালী খাতুন স্থানীয়

বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মতিয়ার রহমানের মেয়ে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমি কোটচাঁদপুর মিনার ডেকোরেটরে রান্নার কাজ করি। সেই সুবাদে সাকিলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সে নিয়মিত আমার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, আমি তখন তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিলে সাকিল স্থানীয় একটি মসজিদের হুজুর ডেকে এনে আমাকে বিয়ে করে। এরপর প্রায় ৮-৯ মাস আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করি। এ সময় সে আমার কাছ থেকে নগদ সাড়ে ৪ লাখ টাকা, একটি মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেয়। পরে ধীরে ধীরে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

শেফালী খাতুন অভিযোগ করে বলেন, সম্প্রতি আমি স্ত্রী পরিচয় নিয়ে তার বাড়িতে গেলে সাকিল ও তার মা আমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর কেউ জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তার স্ত্রী বলে অস্বীকার করতে থাকে।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় যেতে চাইলে স্থানীয় এক কাউন্সিলর বিষয়টি মীমাংসা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু কোনো সমাধান না হওয়ায় আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আপনারা ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরুন, যাতে দেশের মানুষ জানতে পারে।

শেফালী খাতুন বলেন, হয় সাকিল আমাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সঙ্গে রাখবে, নতুবা আমার কাছ থেকে নেওয়া টাকা, মোবাইল ও স্বর্ণালংকার ফেরত দেবে। তা না হলে আমি আদালতে মামলা করবো।

তিনি আরও জানান, তার বয়স ৩০ বছর। তিনি পেশায় একজন রান্নার কর্মী এবং এক সন্তানের জননী।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সাকিল হোসেন বলেন, শেফালির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ আমার সম্মান ক্ষুণ্ন করার জন্য তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে। আমি তার কাছ থেকে কোনো টাকা বা মালামাল নিইনি। তার আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট।

সাকিল আহম্মেদ কোটচাঁদপুর পৌর শহরের পশু হাসপাতালপাড়া এলাকার পিরু আহম্মেদের ছেলে। তিনি কোটচাঁদপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহে শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জিকে সেচ খালের গাছ চুরি করে কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া ডিএম কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শিক্ষক আমিরুল ইসলাম শনিবার বিকেলে কুলচারা গ্রামের জিকে সেচ খালের ১ টি রেইনট্রি ও ২ টি ইপিল ইপিল গাছ স্থানীয় এক কাঠ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। দুপুরের পর কাঠ ব্যবসায়ীরা শ্রমিক দিয়ে গাছ কাটা শুরু করলে স্থানীয়রা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সটকে পড়ে ওই কলেজ শিক্ষক ও শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিন বলেন, এর আগেই এই কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটেছে। আমরা তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিয়েছিলাম। এবারও তিনি একই কাজ করছে। আমরা আবারো তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করব।

অভিযোগের ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক আমিরুল ইসলাম বলেন, সমিতির মাধ্যমে গাছ লাগানো ছিলো। সেই গাছ কাটতে চেয়েছিলাম। পরে আর কাটা হয়নি। ওখানেই আছে গাছগুলো।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গাছ কাটার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অভিযোগ আসেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ড অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩

জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় আনন্দধাম রোডে ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর শহরের আনন্দধাম এলাকায় সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সঠিকভাবে কাজ বাস্তবায়নের দাবিতে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

মানববন্ধনে আনন্দধাম নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সহ-সভাপতি মো. বাবলু মাস্টার, সোহরাব উদ্দিন, রেজাউল মাস্টার, আবুল কাশেম, বিপ্লব, রাসেল, শান্ত, শহিদ মোল্লা, সোহাগ, মাহাবুল মাস্টার, জাহিদ হাসান শুভ, রবিউল ইসলাম, মাহাবুল হক, আব্দুস সালাম ও মো. ওয়ালিদসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ: ড্রেন নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ইটসহ মানহীন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করছে। কাজ শুরুর সময় এসব নিম্নমানের ইট সড়কের পাশে স্তূপ করে রাখা হলে স্থানীয়রা তা অপসারণের দাবি জানান। তবে ঠিকাদারি কর্তৃপক্ষ সেই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। বরং তারা নির্ধারিত নকশা ও পরিমাপ উপেক্ষা করে

ইচ্ছামতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রকল্প অনুযায়ী ড্রেনের উচ্চতা ৯ ইঞ্চি নির্ধারিত থাকলেও কোথাও কোথাও ১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু করে ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সড়কের পাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে মারাত্মক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিষয়টি স্পষ্ট। এ নিয়ে একাধিকবার পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মানববন্ধন থেকে দ্রুত তদন্ত করে অনিয়ম বন্ধ, মানসম্মত সামগ্রী দিয়ে ড্রেন নির্মাণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

‎গাংনীতে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামের রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা বারবার গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলীকে অবহিত করেও কোনো লাভ হয়নি। বরং অভিযোগকারীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান।

গাংনী উপজেলার হুদাপাড়া কুঞ্জনগর বালিকা বিদ্যালয় মোড় থেকে মিনাপাড়া হাই স্কুলের মোড় পর্যন্ত ৬৬০ মিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ৩৫ লক্ষ ৩ হাজার ৬৭ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে কাজ করছেন মেসার্স মোকলেস ট্রেডার্স এন্টারপ্রাইজ। বর্তমান কাজ বাস্তবায়ন করছে বামুন্দি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোহাগ ট্রেডার্স।

সরকারিভাবে ১ নম্বর ইটের খোয়া ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও সেখানে ইটভাটার পরিত্যক্ত ৩ নম্বর ইটের রাবিশ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা

হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান গাংনীতে যোগদানের পর থেকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এছাড়াও গাংনী উপসহকারী প্রকৌশলী ইমরান হাসানের ওপর রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্ব থাকলেও তিনি রাস্তার সাইটে দায়িত্ব পালন করেননি। ঠিকাদার ইচ্ছামতো নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগে সরেজমিনে দেখা গেছে, রাস্তাটি নির্মাণে সবই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয়রা এমন অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন।

এ ব্যাপারে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সোহাগ জানান, সব ঠিকঠাক আছে। আমরা কাজ করছি, কারও কিছু করার থাকলে করুক।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান জানান, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হবে এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাস্তাটি দেখভালের জন্য উপসহকারী প্রকৌশলী ইমরান হাসানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রাস্তার সাইটে যাননি বলে জানান।

মায়ের সাথে প্রতারণা শিক্ষক সন্তানের, সহযোগী চাচা শ্বশুর ও শ্যালক

মেহেরপুরে অশতিপর মায়ের সাথে প্রতারণা করে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন শিক্ষক সন্তান। অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন বাবু মেহেরপুর সদর উপজেলার হাতিভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং কোলা গ্রামের মৃত বেলায়েত হোসেনের ছেলে। তার এ প্রতারণায়

সাথে প্রতারণার আগেও তার বাবার সাথে প্রতারণা করেছেন কিনা এ বিষয়ে আগামী পর্বে সেটি তুলে ধরা হবে।